উন্নয়নের সূর্যোদয়

মাসুদুর রহমান

স্বাধীন বাংলাদেশে বীরের বেশে ফিরলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। দেশের মানুষের স্বপ্ন পুরুষ, শত দুঃখ কষ্টের মাঝেও তাঁর ফিরে আসা সবার মাঝে স্বস্তি ফিরে এলো। বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে দেখলেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগীরা মিলে দেশটিকে শ্মশানে পরিণত করেছে। ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে অর্থাৎ দেশ স্বাধীনের মাত্র দুইদিন আগে নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বেছে বেছে হত্যা করেছে। দেশকে মেধাশূন্য করতে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। দেশের অবকাঠামো নির্বিচারে ধ্বংস করা হয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। সম্ভ্রমহারা মা বোনদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের বর্ণনা কোনো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। চারপাশে শুধু দুঃখ বেদনা আর হতাশার সংবাদ।

বঙ্গবন্ধু কাল বিলম্ব না করে লক্ষ্য নির্ধারণ করে কাজে নেমে পড়লেন। প্রথম একশো দিনের মধ্যে ৬০ টি দেশের স্বীকৃতি আদায় করে নিলেন। জাতিসংঘের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশের মধ্যে চারটির সমর্থন পেয়েছিলেন। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭২ সালের ২৬ জানুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। '৭২ সালের ০৪ ফেব্রুয়ারি ছিল বাংলাদেশের মানুষের জন্য খুশির সংবাদ। এদিন যুক্তরাজ্য, তৎকালীন পশ্চিম জার্মানি,ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, আইসল্যান্ড ও ইসরায়েল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। তবে কৌশলগত কারণে ইসরায়েলের স্বীকৃতির বিষয়টি বাংলাদেশ চেপে যায়। ০৮ ফেব্রুয়ারি জাপান এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স ও কানাডা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। আমেরিকা ০৪ এপ্রিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। তখন পর্যন্ত শুধু চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবে চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নতি হয়েছিল।

যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশি দোসরদের হাত থেকে জীবন বাঁচানোর জন্য প্রায় এক কোটি মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। তখন সব জায়গায় আলোচনা হচ্ছিল এসব শরণার্থীদের অধিকাংশ হিন্দু। তারা আর কখনোই বাংলাদেশে ফিরে যাবে না, তারা স্থায়ীভাবে ভারতে থেকে যাবে। কিন্তু এসব সমালোচনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধু তাঁর শাসনামলের প্রথম একশো দিনের মধ্যে সকল শরণার্থীকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হোন। শরণার্থীদের ওপর কোনো চাপ ছিল না, তারা স্বপ্রণোদিত হয়েই নিজ দেশে ফিরেছিলেন। সেসময়ে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ভারতীয় সৈন্য শেষ পর্যন্ত এ দেশ থেকে ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে কিনা। তাদের সেসব আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণ করে মার্চ মাসের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়ে ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশী দোসরদের হাতে দুই লাখ নারী ও কন্যাশিশু ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল, এটা মোটামুটি একটা স্বীকৃত তথ্য। ড. ডেভিস পুরো বাংলাদেশ ঘুরে এবিষয়ে ১৯৭৩ সালে নিউইয়র্ক টাইমসে (তৎকালীন সাপ্তাহিক সাময়িকী) একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, সেখানে তিনি তথ্যউপাত্ত দিয়ে উল্লেখ করেন প্রায় চার লাখ মহিলা ও কন্যাশিশু ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার সম্ভ্রমহারা এ সকল নারীদের বিড়ঙ্গনা খেতাবে ভূষিত করেন। বঙ্গবন্ধু বিরঙ্গনাদের নিজের মেয়ে হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তাদের পুনর্বাসনের জন্য নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন সমসাময়িক বিশ্বের সবচেয়ে দূরদর্শী নেতাদের একজন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিদেশি সাহায্য নিয়ে দেশ গড়া যাবে না। তাই তিনি বলেছেন, ' ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত থাকে না, বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে দেশ গড়া যাবে না। দেশের মধ্যেই পয়সা করতে হবে। 'দেশ গড়ার যে পরিকল্পনা তাঁর ছিলো, তা তিনি শুরু করেছিলেন, কিন্তু ঘাতকের নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ায় শেষ করতে পারলেন না।' ৭৫ এর ১৫ আগস্ট সব কিছুই থমকে গেলো। দেশ চলতে শুরু করলো পিছনের দিকে।

জাতির পিতার স্বপ্ন ছিলো শোষিত, বঞ্চিত বাঙালি জাতির জন্য একটি স্বাধীন দেশ,তাই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ‘স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলাম, আজ স্বাধীনতা পেয়েছি। সোনার বাংলা দেখে আমি মরতে চাই’। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ আর স্বপ্ন নয়। এ স্বপ্ন পূরণের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীকে " রূপকল্প ২০৪১" উপহার দিয়েছেন। এই রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ। রূপকল্প ২০২১ এর ধারাবাহিকতায় ২০৩১ এর মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে চরম দারিদ্র্যের অবসান, উচ্চ- মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণ, ২০৪১ এ দারিদ্র্যের হার শূন্যে নামিয়ে আনা ও উচ্চ আয়ের উন্নত বাংলাদেশের মর্যাদা লাভ করার রোডম্যাপই হলো রূপকল্প ২০৪১। রূপকল্প ২০৪১ এর সুবিধাভোগী হবে এদেশের জনগণ। বিশ্ব এখন দূরন্ত গতিতে এগিয়ে চলছে, বাংলাদেশকে এই গতির সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। তা-না হলে দেশ পিছিয়ে পড়বে, যার প্রভাব সরাসরি জনগণের ওপর পড়বে।

রূপকল্প ২০৪১ এর আলোকে প্রণীত ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার (২০২১-২০৪১) প্রথম ধাপ বাস্তবায়িত হবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এ সময়ে দেশের যোগাযোগ অবকাঠামোকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বর্তমানে ২৬ টি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ঢাকা মহানগরী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ১২৮.৭৪১ কিলোমিটার মেট্রোরেল, যার ৬৭.৫৬৯ কিলোমিটার উড়াল এবং ৬১.১৭২ কিলোমিটার পাতালে হবে। এটির একটি অংশ এখন দৃশ্যমান। ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে মেট্রোরেলের কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে। পর্যায়ক্রমে ২০৩০ এর মধ্যে সকল সুবিধা পাওয়া যাবে। ঢাকা - গাজীপুর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। নিজেস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আগামী জুনে জনগণের জন্য এটি উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ৩০ বছর মেয়াদি রেলের মহাপরিকল্পনা এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ মহাপরিকল্পনার আওতায় ৬ ধাপে ৫ লাখ ৫৩ হাজার ৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩০ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । নৌপথের উন্নয়নে বন্দরগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির করা হচ্ছে। নতুন বে- টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে। কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। নিয়মিত ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বন্দর চ্যানেলের গভীরতা উন্নীত করা হচ্ছে। বিশ্বমানের বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিমানবহরে পুরাতন বিমান সরিয়ে নতুন উড়োজাহাজ যুক্ত করা হয়েছে এবং হচ্ছে। আন্তর্জাতিক রুটসমূহ সম্প্রসারণ ও পুনঃপ্রবর্তনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সকল ভূমিহীন ও আশ্রয়হীন প্রান্তিক মানুষের আবাসন সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান নীতিমালা -২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার আওতায় প্রতিটি ভূমিহীন পরিবারকে ২ শতাংশ খাসজমি বন্দোবস্তসহ ৩৯৪ বর্গফুট আয়তনের মধ্যে দুই কক্ষ বিশিষ্ট আবাসনএর সাথে আছে একটি করে টয়লেট, রান্নাঘর ও বারান্দা। গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পসহ এ পর্যন্ত দুই লাখেরও বেশি গৃহহীনদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা- বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এ দেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়’। স্বাধীনতার পাঁচ দশকে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে নিজের অবস্থান করে নিয়েছে। ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ আজ আর স্বপ্ন নয় বাস্তবতা। সকল আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণ করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। উন্নয়ের সূর্য উদিত হয়েছে পূর্ব দিগন্তে, যার আলোয় আলোকিত হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম,বিশ্ববাসী দেখবে অপার বিস্ময়ের সাথে।

#

লেখক- ফ্রিল্যান্স রাইটার

২৯.১২.২০২১ পিআইডি ফিচার